মানবিক মূল্যবোধ ও সমাজ সচেতনতার দীপ্ত দর্পণ

সুমধ্যমা

সবার মাঝে, সবের মাঝে

Postal Registration No. KOL RMS/474/2016-18
Published on 3rd July, 2018

July, 2018 Volume-IV, Issue-V | 8 Pages, Rs. 2.00 | Regd. No-WBBEN/2015/63375

মারণ রোগ থ্যালাসেমিয়ার বিরুদ্ধে

থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির ও সুলভে বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ঃ
৯৪৩৩০৯৮০২২, ৯৮৩০৫৬০২৯৬

এক পলকে দেশ

কাশ্মীরে রাষ্ট্রপতি শাসন

নয়াদিল্লি-কাশ্মীরে মেহবুবা মুফতি সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করল বিজেপি। এরপর জোট সরকার গড়তে কংগ্রেস এবং পিডিপি কোন আগ্রহ প্রকাশ করেনি। ফলে কাশ্মীরে জারি করা হয়েছে রাষ্ট্রপতি শাসন।

চাই পি এইচ ডি

নয়াদিল্লি-কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী প্রকাশ জাভড়েকরের নির্দেশ, বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর পদে সরাসরি চাকরি পেতে হলে পিএইচডি ডিগ্রি বাধ্যতামূলক।

বিয়ে নিয়ে আইন

নয়াদিল্লি-অনাবাসী ছাত্ররা এদেশে এসে বিয়ে করার পর স্ত্রীকে যাতে প্রতারণা না করতে পারে তার জন্য কঠোর হচ্ছে আইন। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার বিধি যুক্ত হচ্ছে।

বিক্রি স্থগিত

নয়াদিল্লি-সামনেই নির্বাচন। তাই এয়ার ইন্ডিয়ার বিলগ্নীকরণের সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখল কেন্দ্র। সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত সংস্থাটি চালাতে আপাতত খরচ দেবে কেন্দ্র।

দু কোটি বই

নয়াদিল্লি-প্রাথমিক থেকে পিএইচডি-সবরকমের প্রায় দু'কোটি বই পাওয়া যাবে মাউসের এক ক্লিকে। ন্যাশনাল ডিজিট্যাল লাইব্রেরী অব ইন্ডিয়া পোর্টালে।

ক্ষমতাহীন কমিশন

নয়াদিল্লি-ইউজিসি-কে কার্যত বাতিল করে দিয়ে একটি নতুন উচ্চশিক্ষা কমিশন গড়ার সিদ্ধান্ত নিল কেন্দ্র। আগামী বাদল অধিবেশনে এই নিয়ে বিল আসছে।

অরবিন্দের ইস্তফা

নয়াদিল্লি-মেয়াদ শেষ হবার আগেই পারিবারিক কারণে দেশের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদ থেকে ইস্তফা দিলেন অরবিন্দ সুব্রহ্মণম।

বিশ্বকাপ ২০১৮-র একমাত্র অঘটন জার্মানীর বিদায়

সার্বিয়ার বিরুদ্ধে গোল করলেন পাওলিনহো। উচ্ছ্বাসে সতীর্থের কোলে নেইমার।

সেন্ট পিটার্সবার্গ-বিশ্বকাপ ২০১৮ তে বড় অঘটন বিশ্বজয়ী জার্মানির পরাজয়। গত বিশ্বকাপে যাঁরা কাঁদিয়ে ছেড়েছিল ফুটবলের মক্কা ব্রাজিলকে। এবার তারাই গ্রুপের সবচেয়ে দুর্বল দল দক্ষিণ কোরিয়ার কাছে নাস্তানাবুদ হয়েছে। ২০০২ সালে সেমি ফাইনালে জার্মানির কাছে হেরে দক্ষিণ কোরিয়াকে বিদায় নিতে হয়েছিল। এবার তার মধুর প্রতিশোধ নিল দক্ষিণ কোরিয়া। যদিও দক্ষিণ কোরিয়া প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা হারিয়েছে। এছাড়া এবারের বিশ্বকাপে ছড়িয়ে রয়েছে অনেক অঘটন। মেসি সমৃদ্ধ আর্জেন্টিনা হোঁচট খেতে খেতে প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। তারকা খেলোয়াড় হিসেবে মেসি গ্রুপের শেষের দিকে একটু নজর কেড়েছেন সকলের। অন্যদিকে ব্রাজিল নেইমারকে নিয়ে যতটা ভেবে রেখেছিলেন তার অধিকাংশই যে বেশ ফাঁকা অংশ সেটা নেইমারের খেলা থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত নেইমারের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত কিছু পাওয়া যায় নি। কিন্তু ব্রাজিলও শেষ ষোলোয় পৌঁছে ফুটবলপ্রেমীদের মান রক্ষা করেছে। রোনাল্ডো সর্বস্ব পর্তুগাল -এর অবস্থা অন্যদের তুলনায় কিছুটা ভাল। নকআউট পর্যায়ে নামী দলগুলোর খেলার মান না বাড়লে অঘটন ঘটতেই পারে। রোনাল্ডো যেমন হ্যাটট্রিক করেছেন, তেমনি পেনাল্টিও মিস করেছেন মেসির মতো। সোনার বুটের হাতছানি রোনাল্ডোর সঙ্গ ছেড়ে হ্যারিকেনের দিকে কিছুটা হলেও ঢুকেছে। ইংল্যান্ড নেই নেই করেও বেশ সামনের দিকে এগোচ্ছে। হ্যারিকেন-এর সঙ্গে এডেন অ্যাজারও ভাল খেলছেন। সালাহ নিয়ে শুধু মিশর নয়, তাবৎ ফুটবলপ্রেমীরা বেশ আশায় বুক বেঁধেছিলেন। কিন্তু একা সালাহ-তে মিশর সম্পূর্ণ নয়। অন্যদিকে ক্রোয়েশিয়া তালে তালে এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। রাকিচ, মড্রিক-এর খেলা অনেকটাই উপভোগ্য। আয়োজক দেশ রাশিয়া শুরুতেই ব্যাপকভাবে জ্বলে উঠেছিল কিন্তু সময় যত এগিয়েছে রাশিয়ার খেলার মানও তত খারাপ হয়েছে। ইনিয়েস্তা ও র‍্যামোসের স্পেন এবার বিশ্বকাপে প্রাথমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। সামনে আরও কঠিন পরীক্ষা। উরুগুয়ের সুয়ারেজ, লুকাস স্টরেরা, দিয়েগো ল্যাক্সাল্ট কঠোর পরিশ্রম করছেন মাঠে। দর্শকদের নজরও কেড়েছে উরুগুয়ে। এশিয়া মহাদেশের জাপান এবার বিশ্বকাপে নতুন সূর্যোদয়। আগামীদিনে ফুটবল বিশ্বে এশিয়ার নাম উপরের সারিতে থাকবে। জাপানের ইয়োশি নরিমুতো, ওসাকো যথেষ্ট সম্ভাবনাময় খেলোয়াড়।

প্রসঙ্গ ঃ থ্যালাসেমিয়া, সচেতনতাই মুক্তির দিশা

সঞ্জীব আচার্য্য

থ্যালাসেমিয়া একটি 'মারণ রোগ'। 'থ্যালাসেমিয়া' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ থেকে এসেছে। যেখানে 'থ্যালাস' অর্থ সমুদ্র এবং অ্যানিমিয়া-র অর্থ রক্তাল্পতা। দুটি শব্দের মিলনে এসেছে থ্যালাসেমিয়া।

সারা দেশে এখন থ্যালাসেমিয়া রোগির সংখ্যা নেহাত কম নয়। থ্যালাসেমিয়া রোগির সংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ মানুষের মধ্যে এই রোগ সম্পর্কে সচেতনতার যথেষ্ট অভাব। এই অভাবের কারণেই থ্যালাসেমিয়ার মত মারণরোগের প্রভাব যেখানে অকালেই শেষ হয়ে যায় ফুলের মত শিশুদের জীবন। একথা সকলের জানা, থ্যালাসেমিয়া একটি জিনঘটিত বংশগত মারণরোগ। এই রোগের প্রকারভেদে শিশুদের আয়ুষ্কাল ৫, ১০, ১৫ বছর পর্যন্ত। বাস্তব ঘটনা হল, যে শিশু থ্যালাসেমিয়া রোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, তার সুস্থ হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং তার জীবনও ক্ষণস্থায়ী। এই রোগের কবল থেকে নিরাময়ের জন্য চিকিৎসা বিজ্ঞানে এখনও পর্যন্ত সেভাবে কোনও পন্থা আবিষ্কার হয়নি। অস্থিমজ্জা প্রতিস্থাপন কিম্বা জিন রিপ্লেসমেন্ট-এর প্রয়োগ এখনও সার্বজনীন নয়, আর এর সুদূরপ্রসারী ফলও প্রশ্নাতীত। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই এই রোগ নিরাময়ের রাস্তা থেকে সরে এসে থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখলে অনেকটা ইতিবাচক ফল পাওয়া যেতে পারে। আমাদের প্রত্যেককে নজর রাখতে হবে যাতে এই মারণরোগ নিয়ে কোনও শিশু এই পৃথিবীতে না আসে। আর এই কাজটি অত্যন্ত সহজ শুধু প্রয়োজন যথেষ্ট নাগরিক সচেতনতা, সরকারি প্রচেষ্টা এবং সর্বোপরি তৃণমূলস্তর পর্যন্ত বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে (পিপিপি মডেল) পরিকাঠামো গড়ে তোলা।

থ্যালাসেমিয়া প্রতিরোধের উপায় হল, জন্মের এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত যে কোনও সময়ে প্রত্যেকের উচিত মাত্র একবার থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্তপরীক্ষা করা। এই রক্ত পরীক্ষার নাম Hb Electrophoresis কিম্বা HPLC। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই একবার বাহক রক্ত পরীক্ষা করার ব্যাপারে আমরা অধিকাংশই উদাসীন। এই রক্তপরীক্ষার মাধ্যমে যদি দেখা যায় আপনার সন্তান বা প্রিয়জন থ্যালাসেমিয়া বাহক, তাহলে অবশ্যই তার বিবাহ যার সঙ্গে হবে, সে যেন বাহক না হয়।

কিন্তু দুজন বাহকের মধ্যে বিয়ে হলে প্রত্যেক ইস্যুর ক্ষেত্রেই শতকরা ২৫ ভাগ সম্ভাবনা থ্যালাসেমিয়া মারণ রোগ নিয়ে শিশুর ক্ষণিকের তরে পৃথিবীতে আসা।

এক পলকে রাজ্য

কড়া নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি-কলেজে অন লাইনে ভর্তি হতে হবে। নির্দিষ্ট আসনের থেকে বেশি ছাত্র ভর্তি করা যাবে না। কোনও সুপারিশের কাছে নতি স্বীকার নয়। কড়া নির্দেশ দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এবার রাস্তায়

নিজস্ব প্রতিনিধি-ঠান্ডা ঘর ছেড়ে জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনা রুখতে সব জেলার ডিএসপি (ট্রাফিক)-দের নামতে হবে রাস্তায়। এডিজি (ট্রাফিক) বিবেক সহায়ের 'ক্লাস'-এ এই বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে পুলিশ কর্তাদের।

ভীষণ পচা

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভাগাড় থেকে উদ্ধার করা মাংসের নমুনা ল্যাবরেটরিতে ফরেন্সিক পরীক্ষার অযোগ্য। কারণ তা ভীষণ পচা। আদালতে এই তথ্য পেশ করেছে সি আই ডি।

নতুন বাসস্থান

নিজস্ব প্রতিনিধি-নিম্ন আয়ের মানুষের জন্য নিজস্ব আবাসন প্রকল্প 'নিজশ্রী' চালুর সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পের অধীনে দু'ধরনের ফ্ল্যাট তৈরি করা হবে।

ডায়াল ১০০

নিজস্ব প্রতিনিধি-রাস্তায় গাড়িতে গাড়িতে রেষারেষি রুখে শহরে পথ দুর্ঘটনার হার কমাতে তৎপর হল পুলিশ। গাড়ির যাত্রীরা এবার ১০০ ডায়াল করলেই সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

পুরসভার ভ্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি-শহরবাসীর অসুস্থতার খবর পেলেই পুরসভার মেডিকেল ভ্যান পৌঁছে যাবে তার বাড়িতে। এরকম পাঁচটি ভ্যান ২ জুলাই থেকে কাজ শুরু করবে কলকাতা পুরসভার অধীনে।

স্কুলছুট বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি-সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রীদের ভর্তির হার কমছে এবং স্কুলছুটের অনুপাত বাড়ছে। উদ্বিগ্ন শিক্ষা দপ্তর। এসসিইআরটি-কে কারণ খুঁজে বার করতে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এখানে - ওখানে

সংগঠনের একনিষ্ঠ সদস্য ডাঃ শুভাশীষ ভট্টাচার্য্য চলে গেলেন ...

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের একনিষ্ঠ সদস্য ডাঃ শুভাশীষ ভট্টাচার্য (৫৯) গত ১৮ই জুন পরলোক গমন করেন। সংগঠনের প্রতিটি অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন। এলাকাতেও তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ সমাজসেবী। তাঁর অকাল মৃত্যু সংগঠনের কাছে এক বিরাট ধাক্কা বলে জানান সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। তিনি বলেন, 'ডাঃ ভট্টাচার্য্যের অপূর্ণ কাজ আমাদের পূর্ণ করার শপথ নিতে হবে।'

সাংগীতিকের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি-সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ১৬ জুন শ্যামবাজারে সংগঠনের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হল সাংগীতিকের বার্ষিক অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সুচনা হয়।

রক্ত পরীক্ষা কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি- বেলঘড়িয়াতে সার্বজনীন শ্রী শ্রী দুর্গাপূজা কমিটির উদ্যোগে এবং সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায় ২০ মে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা।

মৃণালিনী-র কবি প্রণাম

নিজস্ব প্রতিনিধি-মৃণালিনী সমাজ শিক্ষা সেবা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৭ জুন অনুষ্ঠিত হল কবি প্রণাম অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে নৃত্যসংগীত, আবৃত্তি পরিবেশন করেন শিল্পীরা। বহু গুণীজন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বলে জানান সংগঠনের কর্ণধার মৃদুলা দাস।

নিমতলা সার্বজনীনে রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-নিমতলা সার্বজনীনের উদ্যোগে ২০ মে স্বেচ্ছা রক্তদান শিবির সাফল্যের সঙ্গে শেষ হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। এই শিবিরে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। এই শিবিরে রক্তদানও করেন স্বয়ং সম্পাদক। থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত শিশুদের উদ্দেশ্যে থ্যালাসেমিয়া রোধে সমস্ত সামাজিক সংগঠনগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। নিমতলা সার্বজনীনের পক্ষে তারক পালের উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

শিশু মহলের প্রয়াস

নিজস্ব প্রতিনিধি-দত্তবাগান শিশুমহল ক্লাবের ৪৫ তম বার্ষিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল ৯ থেকে ১১ জুন। অনুষ্ঠানে সাংস্কৃতিক কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছিলেন বহু বিশিষ্ট শিল্পী। উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা দেবশঙ্কর হালদার, খেলোয়াড় সুব্রত দত্ত বিশেষজ্ঞ ডাক্তার প্রসূন পাঁজাসহ সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডা রেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সঞ্জীব আচার্য্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। শিশুমহল ক্লাবের সাংস্কৃতিক সম্পাদক গদাইচন্দ্র মল্লিক এবং সন্দীপ রায় চৌধুরীর এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবি রাখে।

উপহার বর্জিত রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-ভিয়েনা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে ১০ জুন উত্তর কলকাতার বেচু চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মহাসমারোহে পালিত হল উপহার বর্জিত রক্তদান শিবির। শিবিরে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী জহর জয়সোয়াল এবং মুক্তিসাধন সাহসহ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়ার বিপদ নিয়ে বক্তব্য রাখেন সঞ্জীব আচার্য্য। সংগঠনের সভাপতি রাকেশ বনিক, সম্পাদক রঞ্জিত হালদার অনুষ্ঠানে সারাক্ষণ উপস্থিত ছিলেন। এলাকার বহু মানুষ এই রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করেন।

ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি-বৃন্দাবন বসাক স্ট্রিটের অল ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্যোগে ১০ জুন অনুষ্ঠিত হল দিবারাত্র ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার শেষে একটি ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শিল্পীদের উপস্থাপনা সকলের মন ছুঁয়ে গেছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। অনুষ্ঠানে মোহনবাগানের ফুটবল খেলোয়াড় অভিজিৎ বারুই উপস্থিত থেকে খেলোয়াড়দের উৎসাহ দেন। ছিলেন 'উদয়ের পথে'-র সদস্যরা।

বিদ্যুৎ স্পোর্টিং ক্লাবের প্রয়াস

শিবপুর বাজারে বিদ্যুৎ স্পোর্টিং ক্লাবে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে একদিকে বক্তব্য রাখছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য অন্যদিকে কুইজ প্রতিযোগিতার পুরস্কার তুলে দেওয়া হচ্ছে সফল প্রতিযোগিকে। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-হাওড়া শিবপুর বাজারের সামনে বিদ্যুৎ স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হল ৩ জুন। অনুষ্ঠানে থ্যালাসেমিয়া নিয়ে বক্তব্য রাখেন এবং কুইজ পরিচালনা করেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। সংগঠনের সদস্য অনুপম রায় শিবিরে বক্তব্য রাখেন। তাপস মুখার্জি, প্রিয়জিত খান এবং বিদ্যুৎ স্পোর্টিং ক্লাবের সভাপতি অমরনাথ দে ও সম্পাদক ভীষ্মদেব দত্তের উদ্যোগে অনুষ্ঠানটি এলাকায় ব্যাপক সাড়া ফেলেছে।

হানাপাড়ায় থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির

শরৎ স্মরণী পল্লীবাসী বৃন্দের উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে বক্তব্যরত সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। নিজস্ব চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি-কৃষ্ণপুর হানাপাড়ায় শরৎ স্মরণী পল্লীবাসী বৃন্দের উদ্যোগে ১০ জুন অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং রক্তদান কর্মসূচী। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কুইজ প্রতিযোগিতা পরিচালনা করেনও তিনি। প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের পক্ষ থেকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড় অমিতাভ চন্দ এবং স্থানীয় পৌরমাতা আশা নন্দী, সংগঠনের সভাপতি আশুতোষ নন্দী এবং সম্পাদক সুকুমার দাস সহ অন্যান্য সদস্যারা।

জরুরি পরিষেবা

হাসপাতাল

এসএসকেএম (পিজি)-২২০৪১১১০
২২২৩১৫৮৯
কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ
২২৪১৪৯০১
ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ
২২৮৯ ৭১২২-২৩
এনআরএস-২২৬৫৩২১৪-১৭
আরজিকর-২৫৫৫-৮৮৩৮,
২৫৫৫৭৬৭৫-৭৬
আইডি (বেলেঘাটা)২৩৭০১২৫১

ব্লাডব্যাঙ্ক

সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক-২৩৫১০৬১৯
হেমাটোলজি-২২৮৬৯৯৪০৫২২৯৮
মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল-
২২৪১-৪৯০১

এয়ারলাইন্স

দমদম বিমানবন্দর-২৫১১৮৭৮৭

রেল অনুসন্ধান

শিয়ালদা-২৩৫০৩৫৩৬, ২৩৫০৮৮৩৬
হাওড়া-২৬৩৮৭৪১২,২৬৩৮৩৫৪২,
২৬৩৮২৫৮১
হাওড়া সিটি কমপ্লেক্স-২৬৩৮২২১৭
মেট্রো রেলওয়ে কন্ট্রোল-২২২৬৪৮১৭

রাতের ওষুধ, অক্সিজেন

[illegible]-২৪৭৫৪৬২৮
নন্দন মেডিকেল-২৩৩৮১৭২৩
জীবনদীপ-২৪৫৫০৯২৬
সাউথ ক্যাল ব্যুরো-২৪৮৪৪৩২২

নার্স / সেবিকা

সাউথ ক্যালকাটা নার্সেস-২৪৮৪৪৩২২
সিটি পয়েন্ট-২৪৬৪১১৩
জনকল্যাণ-২৮৬৭৫০১২
হেলথ কেয়ার-২৪১৬৬৬৭৫
আলো-২৪৭২১০৩৯
সিস্টার-২৪৪২৬৩৮০
লোকনাথ-২৩৭২৭৬৩
লাইফ কেয়ার-২৫৭৮৮৭০২
নিবেদিতা-২২৮৪৭৮১০
আনন্দময়ী-২৪৬৫৭২২৪
হিলিং-২২৮৯৭৬৬২
পেলিক্যান-২৪৪২৭৬৯২৪
সঞ্জীবনী-২৩৬০৭৮৮১
ট্রেন্ড নার্সেস-২৫৫৪২৭৭৫
নার্সেস আস্থা-২২৪১৬৮২৪

কলকাতা পুলিশ

লালবাজার কন্ট্রোল-২২১৪৩০২৪,
২২১৪৩২৩০
রাজ্য পুলিশ-২২১৪৫৪৮৬
দঃ ২৪ পরগণা পুলিশ-২৪৭৯১৮৭০
দমকল-২২৫২৬৬৬৬/৬১৬৪/৩১৭০
ভবানী ভবন-২৪৭৯১৭৩১
নিখোঁজ-২৪৫০৬১০০/৬১৭৪
ট্রাফিক কন্ট্রোল-২২১৪৩৬৪৪,
২২১৪১৪৭৬,২২১৪১৪৭৬
ডিডি ক্রাইম কন্ট্রোল-২২১৪১৪৩১,
২২৫০৫১৬৬
ট্যাক্সি অটো রিফিউজাল-১০৭৩ (টোল ফ্রি)
ভোডাফোন গ্রাহকদের জন্য
২০০০/২০০১
সিনিয়র সিটিজেন হেল্প
লাইন-৯৮৩০০৮৮৮৮৪
মেডিক্যাল হেল্প লাইন-৯৮৩০০৭৯৯৯৯
কমিশনার অফ পুলিশ-২২১৪৫০৬০

শববাহী গাড়ী

মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
পিস হাভেন-২২৫৫৭২৫৭
শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব-২৫৩৪০০০২
উত্তর কলকাতা উন্নয়নের
পথে-৩২৫০১০৮৯/৯৮৩০১৭৩৮১৪
হিন্দু সৎকার সমিতি-২২৪

অ্যাম্বুলেন্স

সেরাম সৃষ্টি নার্সিংহোম ৯৮৩০৭০৩৬৪০
সাউথ এন্ড পলিক্লিনিক-২৪৬৬২৪৩৩
লাইফ কেয়ার-২৪৭৫৪৬২৮
শুশ্রূষা-২৪৭৫৪৩২০
শিশুস্থ-২৪৭৪৫৪৫৫
শিশির কুমার ইন্স-২২৩৩০৩৮২
রানি রাসমণি মিশন-২৪৩১৯৮৮৫
জনমঙ্গল-২৪৬৬২৮৭৯
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক-২৫৫৪০০৮৪
আলিপুর চেতলা বস্তি
উন্নয়ন-২৪৪৯০২৮৬
মীরা সেবা-২৪১১৮৩১৬
মাতৃসংঘ জন কল্যাণ আশ্রম-২৪৭৫৪৫২৭
ড. বিধান রায় মেমো-২৪৭৪৯৭৩৮
কুমারটুলি ইনস-২৩৩০৫৫৩১
তালতলা সিপল-২২৬৫৩২৩৯
রাজীব গাঁধী-২৩৫৪৭০৭০
শিবমন্দির-২৪৬৩৬৭৪৯
এমার কেয়ার-২৩২০৩১৮১

AN ISO CERTIFIED LAB.
SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD. KOLKATA
ভারতের অন্যতম বৃহৎ থাইরয়েড
এবং অন্যান্য রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্র
98302 74990, 98302 74988
আপনার নিকটবর্তী রক্ত পরীক্ষা কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

SERUM™
ANALYSIS CENTRE (P) LTD.
13/1, Bhupen Bose Avenue (opp. Manindra College), Kol-700004,
Ph.: 2530 0896 / 6572, 98302 74990
Fax: 2530 0896
Email: serum.kol@gmail.com
web : www.sserumanalysiscentre.com

রামগড়ে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি-রামগড় উন্নয়ন সমিতির উদ্যোগে ২৭ মে অনুষ্ঠিত হল থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা এবং স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সদস্য রামকৃষ্ণ বসাক। থ্যালাসেমিয়া নিয়ে কুইজ পরিচালনা করেন প্রিয়জিত ভৌমিক এবং গৌতম গুহ। কুইজে সফল প্রতিযোগিদের হাতে সংগঠনের পক্ষ থেকে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। উন্নয়ন সমিতির পক্ষে শ্যামল ভট্টাচার্য্য ও অভিজিত দত্ত সহ অন্যান্যদের সহযোগিতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সমরপল্লীতে শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি- কেষ্টপুর সমরপল্লী কালচার অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে ১০ জুন থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবির এবং রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হল। সচেতনতা শিবিরটি পরিচালনা করেছে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশন। শিবিরে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য্য। থ্যালাসেমিয়া রোধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে সকলকে আহ্বান জানান সম্পাদক। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উদ্যোক্তা সংগঠনের সভাপতি দেবব্রত দত্ত এবং সম্পাদক পুষ্পলাল চৌধুরীসহ অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

মুক্তির খোঁজে

লুনেবার-পশ্চিম জার্মানীর লুনেবার রাইফেল চিড়িয়াখানা থেকে পালিয়ে গেল পাঁচটি পশু। এদের মধ্যে রয়েছে দুটি সিংহ, দুটি ভল্লুক এবং একটি জাগুয়ার। পালানোর পথে গুলিতে মারা গেছে একটি ভাল্লুক। চিড়িয়াখানার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সর্তকতা জারি করেছে প্রশাসন। সমস্ত অঞ্চলে রয়েছে সতর্ক পুলিশ প্রহরা।

হুমকি রাজপুত্রকে

রিয়াধ-সৌদি আরবের রাজা প্রিন্স মহম্মদ বিন সলমন তাঁর দেশে পরিবর্তনের জোয়ার এনেছেন। সিনেমা চালু করেছেন, মহিলাদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়েছেন। সেই 'অপরাধে' সলমনকে হুমকি দিয়েছে আল-কায়েদা। তাদের বক্তব্য, সলমন মসজিদকে সিনেমা হলে পরিণত করেছেন, যার পরিণামে আরবকে ভুগতে হতে পারে।

গরম বাড়ছে

ক্যালিফোর্নিয়া-মেরুপ্রদেশে প্রতি বছর গড়ে ২০ হাজার কোটি টন বরফ গলছে। কৃত্রিম উপগ্রহের পাঠানো রিপোর্টে এই তথ্য পাওয়া গেছে। এর ফলে প্রতি বছর সমুদ্রস্তর বাড়ছে ০.৬ মিলিমিটার করে। ২০১২ সালে শেষ সমীক্ষা করা হয়েছিল। বিজ্ঞানীদের অভিমত, 'দক্ষিণ মেরুর পশ্চিম প্রান্তের অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। মহাদেশের সহ্য ক্ষমতা থেকে তাপমাত্রা অন্তত অর্ধেক ডিগ্রি সেলসিয়াস বেড়ে গেছে।

ট্রাম্প-কিম বৈঠক, বরফগলা শুরু

বৈঠকের ফাঁকে ট্রাম্প ও কিম।

সিঙ্গাপুর-অবশেষে ১২ জুন সিঙ্গাপুরের ক্যাপিলা হোটেলে নির্বিঘ্নে বৈঠক হল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প এবং উত্তর কোরিয়ার শাসক কিম-এর সঙ্গে। একটা ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণ। বহু প্রতীক্ষিত বৈঠক শেষে জানা গেল, পরমাণু অস্ত্র ছাড়তে রাজি উত্তর কোরিয়া। বিনিময়ে উত্তর কোরিয়াকে নিরাপত্তা দেবে আমেরিকা। ধাপে ধাপে পারমাণবিক অস্ত্র কমাতে হবে। এত কিছুর পরেও উত্তর কোরিয়ার ওপর থেকে এখনই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার আশ্বাস দেয়নি আমেরিকা। ট্রাম্প জানান, 'ভবিষ্যতে এমন বৈঠক আরও হবে।' বৈঠক চলেছে প্রায় ৩৮ মিনিট। বৈঠকের পর চুক্তিতে সই করেন দুই রাষ্ট্রনেতা, সেনা প্রত্যাহার করার আশ্বাসও দেন ট্রাম্প। বিশ্বের কাছে সিঙ্গাপুর এখন বহুচর্চিত নাম।

শিবিরে হাজির মেলানিয়া

ওয়াশিংটন-শরণার্থী শিশুদের সংকট নিরসনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জুন প্রশাসনিক নির্দেশে সই করার কয়েক ঘন্টা পরেই মেক্সিকো সীমান্তে এক অভিবাসী আটক কেন্দ্র পরিদর্শন করেন মার্কিন ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া ট্রাম্প। সেখানে অভিবাসী কেন্দ্রের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মেলানিয়া। পরে ট্রাম্প জানান, অভিবাসী শিশুদের পরিবারের থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে না। এখন প্রশ্ন উঠেছে যে, ২৩০০ শিশু শরণার্থী ইতিমধ্যেই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের কি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর কারোর জানা নেই।

সাগর পারের টুকিটাকি

নতুন মা

অকল্যান্ড-নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী জাসিন্দা আর্ডার্ন কন্যার জন্ম দিলেন। ২১ জুন ভোরে অকল্যান্ডের একটি হাসপাতালে ভর্তি হন জাসিন্দা। বিকেলে মেয়ে হয়। শিশুটির ওজন ৩.৩১ কেজি। অন্তঃসত্ত্বা থাকাকালীন রোজ অফিস করেছেন জাসিন্দা। এবার ছ'সপ্তাহ মাতৃত্বকালীন ছুটিতে থাকবেন। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব পালন করবেন উপ-প্রধানমন্ত্রী উইন্সটন-পিটারস। ছবিতে নবজাতিকার সঙ্গে জাসিন্দা ও তাঁর লিভ ইন পার্টনার কার্ক গোফোর্ড।

থমকে 'অপরচুনিটি'

ওয়াশিংটন-অবিরাম ধুলোঝড় চলছে লালগ্রহে। নাসার মঙ্গলযান 'অপর চুনিটি' থমকে রয়েছে। চিন্তায় পড়েছেন বিজ্ঞানীরা। গত ১৫ বছর ধরে লাল গ্রহে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ করছে অপরচুনিটি। গ্রহের ২৫ শতাংশ ঘুরে দেখেছে এই যান। সৌরশক্তিতে চলে এই যান। ধুলো ঝড়ে সূর্যের আলো গ্রহে আসছে না। মঙ্গলযানের সোলার প্যানেল কাজ করছে না। নাসার বিজ্ঞানীরা এই ধুলোঝড়ের পেছনে অন্যকিছু একটা বিপদের আশঙ্কা করছেন। সমস্ত যানগুলি খারাপ হলে গবেষণার কাজে ব্যাপক ক্ষতি হবে। ২০০৩ সালে নাসা দুটি মঙ্গল যান পাঠায়, 'অপরচুনিটি' ও 'স্পিরিট'। স্পিরিট অল্প কয়েকদিন কাজ করে বন্ধ হয়ে যায়। নাসার অপর একটি যান 'কিউরিওসিটি' মঙ্গলগ্রহে রয়েছে।

ইস্তফা মুলকির

জর্ডন-দেশের প্রবল বিক্ষোভের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন জর্ডনের প্রধানমন্ত্রী হ্যানি মুলকি। সম্প্রতি আয়কর নিয়ে কড়াকড়ি ও জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সমালোচনার মুখে পড়ে মুলকি সরকার। ৪ জুন জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লার কাছে ইস্তফাপত্র জমা দেন মুলকি।

কারাদণ্ড

মালদ্বীপ-মালদ্বীপের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মামুম আব্দুল গায়ুমকে ১৯ মাস ৬ দিনের কারাদণ্ড দিল আদালত। সরকারি ক্ষমতা ফিরে পেতে প্রেসিডেন্ট ইয়ামিন আব্দুল গায়ুমের সরকারকে ফেলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পরোয়া করি না

ওয়াশিংটন-টেক্সাসে একটি অভিবাসী আটক কেন্দ্রে জ্যাকেট পরে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন মেলানিয়া ট্রাম্প। সে জ্যাকেটের পেছনে লেখা নিয়ে এখন আমেরিকা জুড়ে তুমুল সমালোচনার ঝড় চলছে। আসরে নেমেছেন স্বয়ং মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এই বিষয়ে তিনি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে দোষারোপ করেন।

মাথায় গাড়ি

লন্ডন-ইন্টারনেটে খবরটা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। মাথায় গাড়ি পড়ে মৃত্যু হয়েছে নোবেল পুরস্কার জয়ী পাক তরুণী মালালা ইউসুফজাইয়ের। একটি মার্কিন গাড়ি নির্মাতা সংস্থা সম্প্রতি তাদের একটি গাড়ি মহাকাশে পাঠিয়েছিল। সেটা কক্ষচ্যুত হয়ে ভেঙে পড়ে মালালার মাথায়। গুজব ছড়ানোর জন্য বিখ্যাত ক্লিক হোল ডটকম-এর এই মজায় সাড়া দিয়েছেন মালালা। তিনি টুইট করে লেখেন, 'ভাঙ্গা গাড়িটা আমি রেখে দিলাম।'

রেলপথে তিব্বত

সাংহাই-তিব্বতের সঙ্গে নেপালকে রেলপথে যুক্ত করা হবে। এই রেলপথ তৈরি করার দায়িত্ব নিয়েছে চিন। নেপালের প্রধানমন্ত্রী চিন সফরে গেলে এই বিষয় নিয়ে আলোচনা অনেকটা এগিয়েছে। হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে দু'দেশের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে আগ্রহী চিন।

সেরাম অ্যানালিসিস সেন্টার
প্রাইভেট লিমিটেড
৯৮৩০১৭৩৯৫০
(০৩৩)২৫৩০৬৫৭২

ডাক্তারবাবু, শুনছেন!

ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য্য
MBBS, MD
ফোন নং ঃ৯৮৩০০৬৬৫২৯

প্রঃ জন্মগত হার্টের অসুখ সম্পর্কে জানতে চাই। বিপাশা সেন, আলিপুর

উঃ কিছু কিছু হার্টের অসুখ জন্ম থেকেই থাকে, এগুলিকে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বলে। এগুলি যত তাড়াতাড়ি ধরা যায়, ততই মঙ্গল।

কতকগুলি প্রধান অসুখ হল—

আট্রিয়াল সেপটাল ডিফেক্ট (Artial Septal Defect) ঃ এক্ষেত্রে দক্ষিণ ও বাম অলিন্দের মধ্যবর্তী যে দেওয়াল (Interatrial septum) থাকে, তাতে ফাঁক (defect) থাকে। ফলে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়। এই ত্রুটি অনেক সময় কিছুটা বড় বয়সে ধরা পড়ে।

ভেন্ট্রিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট (Ventricular Septal Defect) ঃ এক্ষেত্রে দক্ষিণ ও বাম নিলয়ের মধ্যবর্তী দেওয়াল (Ventricular Septum)-এ ফাঁক থাকে।

পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস (Patent Ductus Arteriosus) ঃ পালমোনারী আর্টারি ও অ্যাওর্টার একটি অংশের মধ্যে একটি যোগসূত্রকারী নালী থাকে, যা জন্মের পর বন্ধ হয়ে যায় একে ডাক্টাস আর্টারিওসাস (Ductus Arterious) বলে। যদি এই নালী জন্মের পর খোলা থাকে, তাকে **পেটেন্ট ডাক্টাস আর্টারিওসাস** বলে।

কোআর্কটেশন অফ অ্যাওর্টা (Coarctation of Aorta) ঃ এই ত্রুটিতে অ্যাওর্টার (অর্থাৎ যে ধমনী শরীরের বিভিন্ন অংশে রক্ত সরবরাহ করে) একটি অংশ সঙ্কুচিত হয়ে যায় (constriction), ফলে বিভিন্ন অংশে রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়।

পালমোনারী স্টেনোসিস (Pulmonary Stenosis) ঃ পালমোনারী আর্টারির গোড়াতে বা তার আশেপাশে ছোটো হয়ে যায়। ফলে পালমোনারী আর্টারি থেকে রক্তপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ফ্যালোটস টেট্রালজি (Fallots Tetralogy) ঃ এটি এক রকমের সায়ানোটিক হার্ট ডিজিজ (Cyanotic Heart Diseases)। এই অসুখে ওভাররাইডিং অফ অ্যাওর্টা (Overriding of Aorta), ভেন্ট্রিকুলার সেপটাল ডিফেক্ট, পালমোনারী সেনোসিস, রাইট ভেন্ট্রিকুলার হাইপারট্রফি থাকে।

এই অসুখে বাচ্চার শরীর নীল হয়ে যায় (Cyanosis)। শ্বাসকষ্ট হয় এবং ঠিকমতো ব্যবস্থা না নিলে প্রাণসংশয় হতে পারে।

এবস্টিনস এ্যানোম্যালি (Ebsteins Anomaly) ঃ এই ত্রুটিতে ট্রাইকাসপিড ভাল্ভ, স্বাভাবিক অবস্থানের অনেকটা নীচে থাকে, ফলে দক্ষিণ নিলয় অনেক ছোটো হয়ে যায় এবং দক্ষিণ অলিন্দ অনেক বড় হয়ে যায়।

ট্রান্সপোজিশন অফ গ্রেট ভেসেলস (Transposition of Great Vessels) ঃ অ্যাওর্টা ও পালমোনারী আর্টারির অবস্থান বদলাবদলি হয়ে যায়।

এছাড়াও আরো কিছু ত্রুটি আছে, যেমন—ট্রাইকাসপিড অ্যাট্রেসিয়া (Tricuspid atresia) সিঙ্গল ভেন্ট্রিকল (Single Venticle) ট্রাঙ্কাস আর্টারিওসাস (Truncus arteriosus), কনজেনিটাল অ্যাওর্টিক স্টেনোসিস (Congenital Aortic stenosis), টোটাল অ্যানোমেলাস পালমোনারী ভেনাস কানেকশন (Total amomalous pulmonary venous connction) প্রভৃতি। এইসব অসুখের শ্বাসকষ্ট, নীল হয়ে যাওয়া, শরীর ফুলে যাওয়া অনিয়মিত হৃদস্পন্দন প্রভৃতি দেখা যায়।

রোগ নির্ণয় করা হয় প্রধানতঃ ইকোকার্ডিওগ্রাফির সাহায্যে। এছাড়াও কার্ডিয়াক ক্যাথেটারাইজেশন (Cardiac catheterisation) দরকার হয়।

চিকিৎসা ঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই অপারেশন করতে হয়। এই নিয়ে বেশি দেরি করা ঠিক নয়। কিছু অল্প ক্ষেত্রে ছোটো এএসডি (ASD) বা ভিএসডি (VSD) নিজে থেকে বন্ধ হয়ে যায়।

প্রঃ কার্ডিওমায়োপ্যাথি সম্বন্ধে আলোচনা করলে ভালো হয়। শতদেব দাস, সল্টলেক

উঃ কার্ডিওমায়োপ্যাথি (Cardiomyopathy) ঃ কার্ডিও মায়োপ্যাথি হল হার্টের পেশীর (Cardiac muscle) অসুখ। এটি নানা রকমের হয়। যেমন—

হাইপারট্রফিক কার্ডিও মায়োপ্যাথি (Hypertrophic Cardio myopathy) ঃ এতে হার্টের পেশীর বৃদ্ধি ঘটে। ফলে হার্টের স্বাভাবিক রক্তপ্রবাহ ব্যাহত হয়।

শ্বাসকষ্ট, বুকে ব্যথা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রভৃতি দেখা দেয় এবং হঠাৎ মৃত্যু (sudden death) হতে পারে। এই রোগ ধরা পড়লে বেশি শারীরিক চাপ নেওয়া চলবে না। বিটা ব্লকার (Beta Blokcers), ক্যালশিয়াম চ্যানেল ব্লকার (Calcium Channel Blocker), অ্যামিওডারোন (Amiodarone) প্রভৃতি ওষুধ দেওয়া যায়।

সম্পাদকীয়

চিকিৎসা ব্যবস্থায় গলদ

ভারতের মেডিকেল শিক্ষার নিয়মাবলীর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য অসঙ্গতি। নিয়মাবলী রচিত হয়েছিল বিশেষজ্ঞ তৈরি করার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। কিন্তু দেশসুদ্ধ লক্ষ লক্ষ রোগির পরিষেবার কাজ কীভাবে ত্বরান্বিত করা যাবে, যে প্রশ্নটি অধরাই থেকে যাচ্ছে। ঠিক একারণেই প্রায়শ শোনা যায়, রোগির অস্ত্রোপচার সফল কিন্তু মারা গেছেন। অপারেশনে বুদ্ধিমত্তা প্রয়োগের কোনও খামতি নেই, কিন্তু রোগির বাঁচা বা মরা নিয়ে সেই পরিমাণ আগ্রহের অভাব থেকেই মাঝে মধ্যে এরকম অত্যাশ্চর্য বাণী শোনা যায়। ডাক্তারি শিক্ষার নিয়মগুলো তৈরি করা হচ্ছে খুব কঠিনভাবে যাতে বিভিন্ন চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলো এর ফাঁক খুঁজে না পায়। এর ফলে খুব কম সংখ্যক ডাক্তার নিয়েই দেশ চলছে। ডাক্তারিতে আসনসংখ্যা ক্রমশ কমছে। চলতি বছরেই প্রায় দশ হাজার আসন কমানো হয়েছে। কিন্তু কেন? এই প্রশ্নের চর্চা বাদ দিয়ে বলা যেতে পারে, স্বল্পসংখ্যক ডাক্তারে চিকিৎসা ব্যবস্থায় সমস্যা আরও বাড়বে। এর সঙ্গে রয়েছে মেডিকেল শিক্ষার নিয়মাবলী। হাউসস্টাফ প্রথাটি অনাবশ্যক হওয়াতে রোগি পরিষেবায় একটি বড় শুন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতাল রোগির চিকিৎসার জন্য। হাসপাতালের চলতি ছবিটা হচ্ছে, কিছু চিকিৎসক পড়াশুনায় ব্যস্ত, নার্স রেজিস্টার লিখছেন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা তাদের দাবি নিয়ে সুপারের ঘরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন। অন্যদিকে রোগি চিকিৎসার জন্য হা-হুতাশ করছে।

এখন প্রশ্ন, মেডিকেল পরিষেবা কার জন্য? রোগির না চিকিৎসকের। মূল প্রশ্নটাকেই প্রাথমিক স্তরে গুলিয়ে ফেলা হয়। ফলে কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়ে যায় গোটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটা। পুরনো নিয়মকে সংশোধন করে স্বাস্থ্য পরিষেবার কমিটি চালু করলে সমস্যা অনেকটাই কমতে পারে। দেশের রাজ্যগুলোতে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে সরকার বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করছে। কিন্তু চিকিৎসকের অভাবে তা পণ্ড হতে চলেছে। সরকারপক্ষ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার সংস্কার অবশ্যই করতে পারে। সরকারি চিকিৎসকদেরও সক্রিয় এবং দায়িত্বশীল করতে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু এত কিছু করার পরেও সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন মেডিকেল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়াকে আরও বেশি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রচলিত নিয়মগুলিকে সংস্কার করে কর্মমুখী করতে হবে। দেশের মানুষের চিকিৎসার প্রয়োজনে লাগে এরকম স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। নিয়মের ফাঁসে বিলম্বিত চিকিৎসা ব্যবস্থা আদৌ কোনও সমস্যা সমাধানের পথ নয়। সুব্যবস্থা করা যেতেই পারে কিন্তু বিষয়টি যে রাজনৈতিক।

শক্তি

স্বামী বিবেকানন্দ

বোধ হয়, তোমরাও বাল্যকালে এরূপ খেয়াল দেখিয়াছ। কিন্তু এগুলি সবই খেয়ালমাত্র, আর প্রকৃতি সর্বদাই কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্ম্মানুযায়ী ভাবে ন্যায়ানুগতভাবে ফল বিধান করিয়া থাকেন। এক চুলও এদিক ওদিক করেন না। সেইজন্য আমরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও প্রকৃতপক্ষে আমাদের কর্মফল অনুসারেই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে, যাহা আমাদের হাতের গোড়ায় রহিয়াছে, তাহা উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি লাভ করিয়া থাকি—এইরূপ ধীরে ধীরে বল বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায়ও পৌঁছিতে পারি, যে সময় আমরা সমাজের সর্ব্বাপেক্ষা প্রার্থনীয় ও সম্মানজনক কর্তব্যসাধনের সৌভাগ্যলাভ করিব। প্রতিযোগিতা হইতে ঈর্ষার উৎপত্তি হয় এবং উহা হৃদয়ের সমুদয় সৎ ও কোমল ভাগগুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলে। যে ক্রমাগত সকল বিষয়ে বিরক্তি প্রকাশ করে, তাহার পক্ষে সকল কর্তব্যই অরুচিকর বলিয়া বোধ হয়। কিছুতেই তাহাকে তখন সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না, আর সে তাহার সারাজীবনটা নিশ্চিতই কোন কার্যে সফলকাম হইতে পারিবে না। এস, আমরা কার্য্য করিয়া যাই-আমাদের কর্তব্য যাহাই হউক না কেন, তাহাই যেন করিয়া যাইতে পারি, সর্বদাই যেন কর্তব্য-সম্পাদনের জন্য প্রস্তুত থাকিতে পারি। তবেই আমরা নিশ্চয়ই আলোক দেখিতে পাইব।

রামকৃষ্ণ পরমহংসে —যদি কেউ আমায় গুরু বলে, আমি বলি, 'দূর শালা' গুরু কিরে? এক সচ্চিদানন্দ বই আর গুরু নাই। তিনি বিনা আর কোন উপায় নাই। তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় — দুঃখের আগুনে গ্লানি আবর্জনাই পোড়ে, ছাই হয়। যা খাঁটি তা ছাই হয় না, পুড়ে শুদ্ধ হয়।

স্বামী বিবেকানন্দ — তুমি যে ধার্মিক হচ্ছ, তার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে, তুমি ক্রমশ হাসিখুশি হয়ে থাকবে। যদি কেউ গোমড়া থাকে-তবে তা বদহজমের জন্য হতে পারে, কিন্তু তা ধর্ম নয়।

মাসতামামি

১ জুলাই — কলকাতা হাইকোর্ট চালু হল ১৮৬২।
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের জন্ম ১৮৮২।
ভারতে পোস্টকার্ড চালু হল ১৮৯৭।

২ জুলাই — সায়গন-এর নাম বদল করে হল হো চি মিন সিটি ১৯৭৬।
সিরাজউদ্দৌল্লাকে হত্যা ১৭৫৭।
ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সিমলা চুক্তি স্বাক্ষরিত ১৯৭২।
হোমিওপ্যাথির প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ হ্যানিম্যানের প্রয়াণ ১৮৪৩।

৩ জুলাই — দেশের সেনাবাহিনীর দ্বারা আটক মিশরের রাষ্ট্রপতি।

৪ জুলাই — আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা ১৭৭৬।
ঈশ্বরকণা আবিষ্কারের ঘোষণা ২০১২।

৫ জুলাই — ভারতের স্বাধীনতা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বিল পেশ ১৯৪৭।
ভারতে প্রথম বেসরকারি মেডিকেল কলেজ আর জি কর চালু হল ১৯১৬।

৬ জুলাই — সংযুক্ত রাশিয়া গঠন ১৯২৩।
৪৪ বছর পর ভারত ও চিনের মধ্যে নাথুলা পাস খুলে দেওয়া হল ২০০৬।

৭ জুলাই — বাংলা বিচ্ছেদের কথা ঘোষণা করলেন লর্ড কার্জন ১৯০৫।
বিশ্ববিদ্যালয় হল প্রেসিডেন্সি কলেজ ২০১০।

৮ জুলাই — রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর জন্ম ১৯১৪।

৯ জুলাই — ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা ১৮০০।
প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ ১৯৫১।
সিংহকে ভারতের জাতীয় পশুর আখ্যা ১৯৬৯।

১০ জুলাই — বিশ্বে প্রথম টেলিভিশন স্যাটেলাইট স্থাপন করল আমেরিকা ১৯৬২।

১১ জুলাই — বাংলায় প্রগতিশীল লেখক সংগঠন গঠন ১৯৩৬।
সতীদাহ প্রথা বন্ধের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গোঁড়া হিন্দুদের দায়ের করা আবেদন খারিজ ১৮৩২।

১২ জুলাই — কবি পাবলো নেরুদার জন্ম ১৯০৪।

১৩ জুলাই — মুম্বইতে পরপর তিনটি বোমা বিস্ফোরণ ২০১১।

১৪ জুলাই — ফরাসী বিপ্লব শুরু ১৭৮৯।
মহাত্মা গান্ধীর 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবে অনুমোদন দিল কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৪১।
ইরাকে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ১৯৫৮।

১৫ জুলাই — নেপোলিয়নের আত্মসমর্পণ এবং নির্বাসন ১৮১৫।

১৬ জুলাই — হিন্দু বিধবা বিবাহ আইনিকরণ ১৮৫৬।

১৭ জুলাই — আই এ এস-এ মহিলাদের অন্তর্ভুক্তি ১৯৪৮।

১৮ জুলাই — নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম ১৯১৮।
ভারতের প্রথম উপগ্রহ 'রোহিনী-১'কে কক্ষপথে স্থাপন ১৯৮০।

১৯ জুলাই — লেখক দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জন্ম ১৮৬৩।
কলকাতা ট্রাম কোম্পানিকে অধিগ্রহণ ১৯৬৭।
১৪টি ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ ১৯৬৯।

২০ জুলাই — মার্কিন মহাকাশচারী নীল আমস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স—
প্রথম চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করলেন ১৯৬৯।

২১ জুলাই — ভারতের প্রথম থিয়েটার হল স্টার থিয়েটার-এর উদ্বোধন ১৮৮৩।

২২ জুলাই — ভারতের জাতীয় প্রতীক নিয়ে গণপরিষদের সিদ্ধান্ত ১৯৪৭।

২৩ জুলাই — বম্বেতে ভারতের প্রথম রেডিও স্টেশন চালু হল ১৯২৭।
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জন্ম ১৯৪২।

২৪ জুলাই — ইংরেজিতে নীলদর্পণ নাটক অনুবাদ করার জন্য রেভারেন্ড জেমস লং-এর জেল ও জরিমানা ১৮৬১।
রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত ১৯০২।

২৫ জুলাই — ইতালিতে মুসোলিনির পতন ১৯৪৩।

২৬ জুলাই — বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে বিধবা বিবাহ আইন চালু ১৮৫৬।
জর্জ বার্নার্ড শ-এর জন্ম ১৮৫৬।

২৭ জুলাই — সুয়েজখালকে জাতীয়করণ করল মিশর ১৯৫৬।
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি এপিজে আব্দুল কালামের প্রয়াণ ২০১৫।

২৮ জুলাই — প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু ১৯১৪।

২৯ জুলাই — ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কাল্টিভেশন অব সায়েন্স স্থাপিত ১৮৭৬।

৩০ জুলাই — হেনরি ফোর্ড-এর জন্ম ১৮৬৩।
বিশ্ব বন্ধুত্ব দিবস।

৩১ জুলাই — মুন্সী প্রেমচাঁদের জন্ম ১৮৮০।
বিপ্লবী উধম সিং-এর ফাঁসি ১৯৪০।

বর্ণবাদ ও ফুটবল

পারিজাত বোস

জুন মাসের শেষ পক্ষে গোটা বিশ্বে শুরু হয়েছে ফুটবল নিয়ে উন্মাদনা। ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির দেশ রাশিয়াতে ১৪ জুন থেকে শুরু হয়েছে ৬৪তম বিশ্বকাপ ফুটবল। বিভিন্ন দেশ থেকে ফুটবলপ্রেমীরা জড় হয়েছেন রাশিয়ায়। এই বিশ্বফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে অনেক ঘটনাপ্রবাহ। বিশেষ করে বর্ণবাদ বিশ্বফুটবলের একটি কালোদিক। এই আলোচনা শুরু করার আগে একটু অতীতটা ঘেঁটে নেওয়া যাক। আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে ভারতীয় ফুটবলের প্রথম কিক-অফ করা খেলোয়াড় নগেন্দ্রপ্রসাদ অধিকারী বলেছিলেন, 'কত নীচ মনোবৃত্তি ইংরাজ দেখাচ্ছে-তারা কালা আদমির সঙ্গে মাঠে খেলতে নামবে না, আর আমিও শপথ করছি, খুব শীঘ্রই তাদের সঙ্গে করমর্দন করে আমরা তাদের সঙ্গে খেলতে নামব। আমাদের সঙ্গে খেলতে হবেই। একসঙ্গে মিশব, একসঙ্গে খেলব, আমাদের মধ্যে নীচতার কোন স্থান নেই। স্থান হবে সাহসের, নৈপুণ্যের এবং কৃতিত্বের।' স্বাধীন পূর্ব ভারতে ফুটবল খেলার প্রচলন করতে গিয়ে এরকম অনেক সমস্যার মুখে পড়তে হয়েছিল। তখনকার দিনে এটা কোন অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সবচেয়ে অবাক লাগে, এতকাল পরেও ফুটবল বিশ্বে ফিফাকে প্রচার করতে হচ্ছে, সাদা কালোর বিভেদ দূর কর। বর্ণবৈষম্যের ছোঁয়াচ এখনও বিশ্বফুটবলের গায়ে লেগে রয়েছে এবং এই বিপদের হাত থেকে নিস্তার পেতে ফিফার লড়াই অব্যাহত। ২০১৮ সালের বিশ্বকাপে আনন্দের উপকরণ প্রচুর, আকর্ষণ করার মতো বিষয়ের অভাব নেই, আলোর রোশনাইতে ভাসছে গোটা রাশিয়া। ফুটবল উৎসবের মধ্যেও

কড়া নজর রাখতে হচ্ছে, যাতে বর্ণবৈষম্য দংশন করতে না পারে এবারের বিশ্বফুটবলকে।

ফুটবল থেকে বর্ণবৈষম্য দূর করার জন্য ফিফা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। 'কিক ইট আউট'-র মত প্রচার যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছে। ইংল্যান্ডের মতো দেশে কালো চামড়ার খেলোয়াড়দের অসম্মান করার ঘটনা ক্রমশ কমছে। কিন্তু ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এখনও গায়ের রং নিয়ে মানুষকে অপমান করা হয়, হেনস্থা করা হয়। এই বর্ণবিদ্বেষের স্টেরিওটাইপ থেকে এখনও ইউরোপ বিশেষ করে পূর্ব ইউরোপের অনেক দেশ বেরিয়ে আসতে পারে নি। রাশিয়াকে নিয়ে আশঙ্কাও কম নেই। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে ফিফা সহ অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠন বিশ্বজুড়ে প্রচার চালিয়ে আসছে। ফিফা এই বর্ণবৈষম্য নিয়ে আলাদা করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। অবাক হওয়ার বিষয় যে এসব প্রচার যত বেশি গর্জেছে, তত বর্ষায় নি। মাঠে বা গ্যালারিতে তার প্রভাব খুবই কম পড়েছে। এসবের দায় বিভিন্ন দেশের ফুটবল সংস্থা এবং ফিফা কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। গত কয়েক বছরে কিছু রুটিন নিয়মমাফিক প্রচার ছাড়া বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে কোন কঠোর অবস্থান লক্ষ্য করা যায় নি। পূর্ব ইউরোপের উগ্র বর্ণবিদ্বেষী ফুটবল ফ্যানদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। উল্টে এদেরকে সমর্থন করতে দেখা গিয়েছে। অতীতের রেকর্ড বলছে সার্ভিয়ার বিরুদ্ধে অনূর্দ্ধ ২১ খেলায় বর্ণবাদের প্রতিবাদ করাতে ড্যানি রোসকে খেলা থেকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে দিয়েই বর্ণবৈষম্যকে সমর্থন করা হয়েছে। এবার রাশিয়াতে থাকছে ৫টি আফ্রিকান দেশ। অসংখ্য কৃষ্ণাঙ্গ খেলোয়াড় রয়েছেন। এখানে বর্ণবৈষম্যের দংশন যে হবে না, সেটা কেউ আগে থেকে বলতে পারে না। যদিও রাশিয়া এ ব্যাপারে খুবই সতর্ক। অতীতের রেকর্ড থেকে কিছু বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে। ব্রাজিলিয়ান ফরওয়ার্ড হাল্ক রাশিয়ার জিনিট ক্লাবে খেলতেন। তারও অভিজ্ঞতা-এই দেশের বর্ণবিদ্বেষের সমস্যা রয়েছে। উয়েফা ইয়ুথ লিগের খেলায় লিভারপুলের স্ট্রাইকার বিয়ান ব্রুস্টারকে স্পার্টাক মস্কো ক্লাবের খেলোয়াড় লিওনীদ মিরোনভ-এর কাছে প্রকাশ্যে বর্ণবিদ্বেষ মূলক মন্তব্য ও আচরণের শিকার হতে হয়।

এবার ফিফা এবং রাশিয়ার সামনে বিশ্বকাপ ফুটবলের আয়োজন করার পাশাপাশি একটা অতিরিক্ত ঝুঁকি অবশ্যম্ভাবী তাদের কাঁধে বহন করতে হচ্ছে। খেলার মাঠ বা গ্যালারিতে এবং মাঠের আশে পাশে যদি কোনও বর্ণবাদী হিংসুটে দৈত্য তাদের দাঁতনখ বের করে, তবে তার উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। ফুটবল দুনিয়া থেকে চিরতরে নির্বাসিত করার মতো কঠিন পদক্ষেপ গ্রহণ করে নিজেদেরকে 'সাচ্চা' প্রমাণ করতে হবে। যদি ফিফা এখন থেকেই কঠোর হতে না পারে, তাহলে এই অব্যবস্থা চলতেই থাকবে। এখন দেখার কে জেতে? বর্ণবিদ্বেষ না ফুটবল। রাশিয়া এবং ফিফার কাছে এটাই এখন এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম কমানোর আর্থিক যুক্তি দুর্বল

কিশোরকুমার বিশ্বাস

গত কয়েক বছরে বিশ্বে গড় পেট্রোলিয়াম তেলের দাম ছিল, ২০১৪-তে ১০০ মার্কিন ডলার প্রতি ব্যারেলে (১৬০ লিটারের কাছাকাছি)। সেটা ২০১৫ সালে হয়েছিল ৫২ ডলার, ২০১৬তে হল ৪৪ ডলার এবং তা ২০১৭ সালে বেড়ে হল ৫৪ মার্কিন ডলার। তেলের দাম বাড়তে বাড়তে গত এপ্রিলের শেষে গিয়ে দাঁড়াল ৭৫ ডলার প্রতি ব্যারেল। যাইহোক তেলের দাম যে উর্দ্ধমুখী তা আর বলতে গেলে বিশেষজ্ঞ হওয়ার দরকার নেই।

কীভাবে তেলের দাম নির্ধারিত হয়?

বিষয়টি খুব সহজ নয়। একটু জটিল। আমাদের দেশের মোট তেলের চাহিদার ৮০ শতাংশই আসে বিদেশ থেকে। ফলে তেলের চাহিদাকে বিভিন্নভাবে একটু নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি বলে অনেকেই মনে করেন। ক্রুড অয়েলের আমদানি খরচ অর্থাৎ জাহাজ ভাড়া, শোধন খরচ, এবং বিক্রি করার খরচতো আছেই। তার সঙ্গে যুক্ত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের উৎপাদন শুল্ক। এরপর আসে রাজ্যগুলির কর, যা ভ্যাট নামে পরিচিত। এই করগুলো বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাবে চাপানো হয়। আন্দামান ও নিকোবরে সবচেয়ে কম অর্থাৎ পেট্রোল এবং ডিজেল উভয় ক্ষেত্রেই মাত্র ৬ শতাংশ ভ্যাট। আবার মুম্বাইয়ে পেট্রোলের ভ্যাট ৩৯.১২ শতাংশ, তেলেঙ্গানায় ডিজেলের উপর সবচেয়ে বেশি ২৬ শতাংশ। দিল্লিতে ২৭ শতাংশ এবং ডিজেল ভ্যাট ১৭.২৪ শতাংশ। ফলে ভারতে পেট্রোলের মোট শুল্ক যুক্ত হয় (কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার মিলে) ৪৫-৫০ শতাংশ এবং তা ডিজেলের

ক্ষেত্রে ৩৫-৪০ শতাংশ। ফলে দেশের মোট এই দু'প্রকার তেল থেকে শুল্ক আদায় হয় বেশ খানিকটা। ২০১৪-১৫ তে ছিল ০.৯৯ ট্রিলিয়ন টাকা। তা বেড়ে হয়েছে ২.৪৩ ট্রিলিয়ন টাকা, ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ সালের মধ্যে (এক ট্রিলিয়ন = ১ লক্ষ কোটি টাকা)। অর্থাৎ দেশের মোট নীট আয়ের ২২ শতাংশ আসে তেলের শুল্ক থেকে।

তেলের দাম বাড়ার অর্থনৈতিক পরিণতিঃ

তেল যেহেতু বহু ক্ষেত্রেই উৎপাদনের এক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাই তেলের দাম বাড়লে সামগ্রিকভাবে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। মুদ্রাস্ফীতিতে দেখা যায় তেলের গুরুত্ব প্রায় ৫ শতাংশ। অর্থাৎ তেলের দাম বাড়ায় সামগ্রিক মুদ্রাস্ফীতির কিছু ভূমিকা থাকেই, তবে অতিরিক্ত নয়, মুদ্রাস্ফীতির কারণ অনেক কিছুর ওপর নির্ভরশীল। যাঁরা মনে করছেন বা দেখছেন তেলের দাম লিটার প্রতি বেশ কয়েক টাকা বাড়ার ফলেই জিনিসপত্রের দাম, খাদ্যদ্রব্যের দাম অনেক বাড়ছে, তারা জানবেন এই বৃদ্ধি অনেকটা জোর করে বা চালাকি করে বাড়ানো। লেখক জেনেছেন, দক্ষিণ ২৪ পরগণার একটি ছোটো ট্রাক বেহালার বাজারে আসতে ১০০০ টাকা বাড়তি ভাড়া নিচ্ছে। প্রায় ২৫-৩০ কিমি যাতায়াতে গাড়িটির তেলখরচ ২০০ টাকার বেশি হয় না। ফলে সবজি বিক্রেতার কাছ থেকে অনেক বেশি ভাড়া আদায় করা হয়। পরক্ষণেই সবজি বিক্রেতারা ৪/৫ টাকা প্রতি কিলোগ্রামে বাড়িয়ে সবজি বিক্রি করছেন। এবং ক্রেতাদের বোঝাচ্ছেন গাড়ী ভাড়ার গল্প। এই ব্যাপারটা কিন্তু প্রশাসনের দেখা উচিত বা অন্য কিছু ভাবে চিন্তা করা উচিত। এই সুযোগে কেউ কেউ বেশি মুনাফা করেন, অন্যরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সরকারের ভূমিকাঃ

কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কেউই করের বোঝা কমাতে রাজি হয়নি। ব্যতিক্রম কেবল কেরালা। ফলে দুই সরকারই বিরাট আয় বাড়াবার সুযোগ পেল। বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়ার কারণে। স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার আর্থিক উপদেষ্টা সৌম্যকান্তি ঘোষের এক প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে কেবলমাত্র তেলের দাম বাড়ার ফলে রাজ্যগুলির মোট আয় বেড়েছে এ পর্যন্ত ১৮,৭২৮ কোটি টাকা। তাই কেবল রাজ্য সরকারগুলো ডিজেলে প্রতি লিটারে ৩ টাকা ৭৫ পয়সা এবং পেট্রোলে প্রতি লিটারে ৫ টাকা ৭৫ পয়সা যদি দাম কমাতো তাহলে তাদের আয় একই থাকত। তাই রাজ্য সরকারের ভূমিকা এই ক্ষেত্রে কি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তেলের দাম না কমানোই ভালঃ

প্রথমত, ভারতের মোট চাহিদার ৮০ শতাংশ তেল বাইরে থেকে আসে। ফলে বিদেশি মুদ্রা বাইরে বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয়ত, এর ফলে ভারতের মুদ্রার বিনিময় হার কমে যায় (ডলারের চাহিদা বাড়তে থাকার জন্য)। তৃতীয়ত, দাম কম থাকলে উপযোগিতা তুলনায় কম হওয়ার কারণে অপচয়ের সুযোগ থাকেই। কম দামী হলে অপ্রয়োজনেও তা ব্যবহৃত হয়। চতুর্থত, পরিবেশদূষণ বাড়লে স্বাস্থ্যহানি হয়। দিল্লি শহরের দূষণ এখন বিশ্বখ্যাত। পঞ্চমত, সরকারের উপর জনগণের আশা এবং নির্ভরতা খুব বাড়ছে তাই কোনোরকম আয় কমানোর পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের ক্ষতি বাড়াবে। ষষ্ঠত, আয়কর দেওয়া নাগরিকের সংখ্যা না বাড়ালে এই ধরনের ছাড়ে দেশের ঋণ বাড়বে। বর্তমানে ৩-৪ শতাংশ মানুষ উপযোগী আয়কর দেন।

তেলে জি এস টিঃ

পৃথিবীর কোনও দেশেই তেলে জি এস টি নেই। ভারতের সরকার ভাবছেন তেলে ২৮ শতাংশ জি এস টি নির্ধারণ করবেন। তার ওপর রাজ্য সরকারগুলি তাদের মতো করে ভ্যাট বসাবেন। ফলে তেলের দাম এবং সরকারের আয় প্রায় একই থাকবে।

বিশ্ব-কাপ কাহন

মনোজ গুহ

বিশ্বকাপ ফুটবলকে বলা হয় 'গ্রেটেস্ট শো অন দ্য আর্থ'। ১৪ জুন, ২০১৮ থেকে একমাসের জন্য রাশিয়াতে শুরু হয়েছে রক্তপাতহীন সংগ্রাম। ৩২টি দেশ শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মাথায় পড়ার জন্য লড়াইতে অংশগ্রহণ করেছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, কোন দেশ হবে সেই ভাগ্যবান? গ্রুপের সম্ভাব্যদলকে ধরেই বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন। যদিও গ্রুপ লিগের খেলায় অনেক ওলটপালট হয়ে যায়। পছন্দের তালিকায় নতুন নাম সংযোজিত হয়। বিশ্বকাপ নিয়ে কিছু তথ্য এখানে তুলে ধরছি।

গণক অ্যাকিলিস

পল দ্য অক্টোপাসের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবার সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করার দায়িত্ব পড়েছে অ্যাকিলিস নামক বেড়ালের ওপর। গত বিশ্বকাপে অক্টোপাস এই দায়িত্ব পালন করেছে। অ্যাকিলিস এবার ছোটোখাটো কিছু চমক ইতিমধ্যেই দিয়েছে। কনফেডারেশন কাপে অ্যাকিলিস বহু ম্যাচের নির্ভুল ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। এবার কি হবে?

৭৩৬টি হৃদয়

এবারের বিশ্বকাপে খেলছেন মোট ৭৩৬জন খেলোয়াড়। এর মধ্যে বেশ কিছু ফুটবলারের বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। যেমন মেসি, রোনাল্ডো, নেমার। আবার রয়েছেন মেসুত-ওজিল, ইরভিং লোসানো (চাকি), আলেকজান্দার কোলারভ এবং সেগেই মিলিনকোভিচ। রাশিয়ার বিশ্বকাপে সবচেয়ে বয়স্ক ফুটবলার হলেন মিশরের গোল-কিপার আল হাদরি (৪৫)।

কিট-এর জাঁকজমক

বিশ্বকাপ মানেই বাহারি রং বেরঙের কিটের সমাহার। তার ওপর তো খেলোয়াড়দের হরেকরকম হেয়ারকাটিং রয়েছেই। সমস্তটা মিলিয়ে একটা কিটের প্রদর্শনী। জার্সি থেকে শুরু হয়ে বুট পর্যন্ত। একটি ওয়েবসাইটের মতে বিশ্বকাপ শুরুর দিন পর্যন্ত কয়েক কোটি জার্সি বিক্রি হয়ে গিয়েছে। জার্সির বাজারে ব্রাজিল, আর্জেন্টিনাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে রয়েছে নাইজেরিয়া। এদের নতুন ডিজাইনের সবুজ কিট বিক্রিতে এগিয়ে।

নতুন ধারাভাষ্যকার

রাশিয়ান চ্যানেল আর টি-এর হয়ে মেরিনহোকে এবার ফুটবল বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। ডাগ আউটে তাঁকে অনেকেই দেখেছেন। নতুন নতুন বুদ্ধি ও কৌশল তাঁর মাথা থেকে বেরিয়েছে। এবার বিশ্বকাপে ধারাভাষ্যকারের ভূমিকা পালন করছেন তিনি।

স্টেডিয়াম

রাশিয়ার বিভিন্ন প্রদেশে মোট ১২টি স্টেডিয়ামকে বেছে নেওয়া হয়েছে বিশ্বকাপ ম্যাচের জন্য। এই ১২টি স্টেডিয়ামে ৬৪টি ম্যাচ খেলা হচ্ছে। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ ও ফাইনাল হবে লুঝনিকি স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামের বাইরে প্রাকৃতিক দৃশ্য অতীব মনোরম। আগে এখানে চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল হয়েছিল। এই স্টেডিয়ামে দর্শক আসন সংখ্যা একাশি হাজার।

ক্লোজের ভূমিকা

জার্মানীর তারকা স্ট্রাইকার মিরোস্লাভ ক্লোজকে এবারের নতুন ভূমিকায় দেখা যাচ্ছে। রাশিয়ার মাঠে নয়, ডাগ আউটের সামনে জার্মানীর সহকারী কোচ হিসেবে ক্লোজকে অনেকেই দেখতে পাচ্ছেন। বিশ্বকাপের ইতিহাসে সর্বোচ্চ স্কোরার তিনি। চার বছর আগে ব্রাজিলে নিজের ফেয়ারওয়েল বিশ্বকাপে ট্রফিও জিতেছিলেন।

বাইরের গ্যালারি

ফিফার নিয়ম, প্রতিটি মাঠের দর্শকাসন অন্তত পঁয়ত্রিশ হাজার হতেই হবে। এর নিচে দর্শকাসন সংখ্যা হলে পরে সেই স্টেডিয়ামে ফিফার কোনও ম্যাচ দেওয়া চলবে না। একা টেরিংবার্গ স্টেডিয়ামে দর্শকাসন সংখ্যা বাড়াবার জন্য স্টেডিয়াম কর্তৃপক্ষ একটি অভিনব সিদ্ধান্ত নেয়। মাঠের বাইরে একটা নতুন স্ট্যান্ড নির্মাণ করা হয়। এই স্ট্যান্ডের ডিজাইনটা এত সুন্দর যে স্ট্যান্ডের গ্যালারিতে বসে দর্শকরা মাঠের ভেতরের খেলাটা পুরোটা দেখতে পারছেন।

ভিডিও অ্যাসিস্ট্যান্ট রেফারি

দিন যত এগিয়ে চলেছে তথ্য-প্রযুক্তিও অনেক বেশি আধুনিক হচ্ছে। বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে এই তথ্য প্রযুক্তির আধুনিকতম সংস্করণের পূর্ণ ব্যবহার করছে ফিফা। বিশ্বকাপের নতুন আকর্ষণ ভিডিও অ্যাসিস্টেন্ট রেফারি (ভি এ আর)। গোল বা পেনাল্টি নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ থাকলে ভি এ আর-এর সহযোগিতা নিতে পারবেন ম্যাচ রেফারি। ভি এর আর সেটা রিভিউ করে মতামত দেবে।

ভাইকিং-এর মজা

রাশিয়ার বিশ্বকাপ ফুটবলের আসরে এবার কিছু দেশের ফুটবল টিমকে দেখা যায় নি। কারণ তারা যোগ্যতামান পার হতে পারেন নি। অথচ ফুটবলে তাদের ক্রীড়াশৈলী যথেষ্ট ভাল। নেদারল্যান্ডস, ইতালি ও চিলির মতো শক্তিশালী দেশরা এবার অনুপস্থিত। পাশাপাশি পানামা এবং আইসল্যান্ডের অভিষেক হয়েছে এবারে বিশ্বকাপে। আইসল্যান্ড ইউরোর কোয়ার্টার ফাইনালিস্ট। তাদের বিখ্যাত ভাইকিং ক্ল্যাপ এবারের বিশ্বকাপের আসরে নতুন পাওনা।

বিপদে সারমেয়

রাশিয়াতে বিশ্বকাপ ফুটবলের এই রাজসূয় যজ্ঞের পেছনে লুকিয়ে রয়েছে পশুদের যন্ত্রণার কাহিনী। রাস্তায় কুকুরা যাতে কোন বিপদের কারণ না হয়ে ওঠে সেজন্য যুদ্ধকালীন তৎপরতায় রুশ নাগরিকদের নিরাপত্তার খাতিরে প্রতিটি শহরের কুকুরদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। এই কাজটি হয়েছে রাতের অন্ধকারে। প্রায় কয়েক হাজার কুকুর শহর থেকে হারিয়ে গেছে। মৃত কুকুরদের ফেলে দেওয়া হয়েছে অনেক দূরে।

ক বি তা

ধ্বংসের স্তূপে

অভিজিৎ মান্না

যে আকাশ আজ কালো
সেখানেও কারণ ভাসে
সমাজ গায়ের কটু গন্ধে
ক্রোধ লেপে দেয়।
সমাধানের পথ বন্ধ জেনেও
করাত চিনেছে লোকে
আর একটা ধ্বংস চায়
ধ্বংসের স্তূপে।

চেয়ার

অনির্বান কর

ব্যতিক্রম যে কেউ নেই,
তা না, তবে বেশির ভাগ মানুষই একটা
চেয়ার পেলে, ক্ষমতা পেলে,
ধরাকে সরা জ্ঞান করে।
তখন মুখে লাগাম থাকে না,
ন্যায়-অন্যায় বোধ থাকে না,
অহংকার এমন মাথাচাড়া দেয়।
অথচ এই চেয়ার সরে গেলে
সে মাটির মানুষ
আলোর মতো।

বৃষ্টির দেশ

নীলাঞ্জনা ভট্টাচার্য

মেঘপরীদের দেশ থেকে
এনেছিলে বৃষ্টিরাত
তোমার আকাশ জুড়ে
রং মিলনের ছন্দ সাথ।
নীল আকাশের ভাষায় বলি
বৃষ্টি তুমি কি হবে আমার?
মেঘের আঁচল দুলিয়ে বলে
ঠিকানা কি জানা তোমার।।

দগ্ধ হৃদয়

সর্বানী সিংহ রায়

এই মেয়ে তুই আছিস কেমন?
হাতের কালো নিশান খানা
এখনো কি ঢেকে রাখিস?
গালের ক্ষত চিহ্নটাতে
এখনো কি মলম মাখিস?
পাঁজর দুটো ভাঙ্গা ঘোড়া
চলতে গিয়ে পড়িস হেলে,
বুকের মাঝে তীব্র জ্বালা
ছিঁড়ে খাবি ওদের পেলে,
ঘর ভেঙেছে, মন ভেঙেছে
শরীর জুড়ে দগ্ধ পোড়া
সামলে থাকিস মনের জোড়ে
হৃদয়টাকে রাখিস জোড়া।
ছিন্ন ভিন্ন করে দিবি
টুকরো করে কাটবি গলা
মেরুদণ্ড পাঁজর জোড়া
নতুন জীবন নতুন চলা।

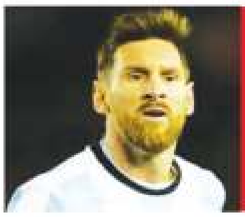

স্টেডিয়াম

বিশ্বকাপে জাপান উদয়

কলম্বিয়াকে ২-১ হারিয়ে বিশ্বকাপে জাপানের অবস্থান আরও সুদৃঢ় হল। কলম্বিয়ার ফিফা র‍্যাঙ্কিং ১৬। জাপানের ৬১। বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচে শক্তিশালী কলম্বিয়াকে হারিয়ে জাপান এখন যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। টোটাল ফুটবলে জাপান এখন আর শিশু নয়, যথেষ্ট পরিণত। কলম্বিয়ার বিরুদ্ধে গোল করার পর মার্দোভিয়া এরিনায় সতীর্থদের সঙ্গে ওসাকো (মাঝখানে)।

হ্যারি কেন-ই ভরসা। হ্যাটট্রিকসহ ৫ গোল নিয়ে টপকে গেলেন রোনাল্ডোকে।

বিপাকে আন্তোনেইয়া

বুয়েনস আইরেস-ম্যাচের আগে ইনস্টাগ্রামে মেসির স্ত্রী আন্তোনেইয়া তাঁর দু'বছরের সন্তানের ছবি পোস্ট করেছিলেন। ক্যাপশন ছিল 'গো পাপ্পা।' এরপর একের পর এক মন্তব্য আসতে থাকে। অনেকে লেখেন, 'বাবাকে দেশে ফিরতে বল।' এই নিয়ে আন্তোনেইয়ার মন খারাপ।

ট্র্যাক্টরে বিশ্বকাপ

লুঝনিকি-সার্বিয়া ও সুইজারল্যান্ডের ম্যাচ দেখতে ২০০০ কিমি ট্র্যাক্টর চালিয়ে রাশিয়াতে এলেন তিন জন সুইজারল্যান্ডের সমর্থক। দেশের খেলা দেখে এবং রাশিয়া ঘুরে পাঁচদিন পরে সেই ট্র্যাক্টরেই ফের দেশে ফিরে গেলেন তারা। খাওয়া-দাওয়া, বিশ্রাম সবই সেরেছেন নিজেদের ট্র্যাক্টরে।

মুখরক্ষা আর্জেন্টিনার ও মেসির

নাইজেরিয়ার বিরুদ্ধে গোল করার পর উল্লাস মেসির।

সেন্ট পিটার্সবার্গ-আর্জেন্টিনা-নাইজেরিয়া ম্যাচটি ছিল মরা-বাঁচার লড়াই। শেষ ষোলোয় পৌঁছতে হলে আর্জেন্টিনাকে জিততেই হতো। এ যেন গভীর জলে তলিয়ে যেতে যেতে ভেসে ওঠা মেসির অনবদ্য গোল। নাইজেরিয়ার ভিক্টর মোসেস খেলার ৫১ মিনিটে সেই গোল শোধ করে দিলে গোটা স্টেডিয়ামে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ম্যাচ শেষ হওয়ার চার মিনিট আগে মার্কোস রোহো অসাধারণ গোল করে এগিয়ে দিলেন দেশকে। এবার নক আউটে আর্জেন্টিনার প্রতিপক্ষ ফ্রান্স। মেসির ওপর হারিয়ে যাওয়া আস্থা যেন একটু একটু করে ফিরে আসছে। মেসি এবং রোহোর গোলে আর্জেন্টিনা এগিয়ে গেলে গ্যালারিতে তখন সমর্থকরা কাঁদছেন। খুশির কান্না। ভি আই পি বক্সে দিয়েগোর চোখেও জল। সকলের একটাই কথা, 'বিশ্বকাপে মেসিকে দরকার।'

সাক্ষীর বন্দুক

রাঁচী-বাড়িতে বেশিরভাগ সময় মেয়ে জিভাকে নিয়ে একা থাকতে হয়। জীবনের নিরাপত্তা ও সাবধানতার জন্য একটা বন্দুক রাখতে চান ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনির স্ত্রী সাক্ষী। বন্দুকের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করেছেন তিনি। রাঁচী আদালতের বিচারপতি সাক্ষীর যুক্তি মেনে নিয়েছেন। লাইসেন্স পেলে পিস্তল অথবা পয়েন্ট ৩২ বন্দুক রাখতে পারবেন প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়কের সহধর্মিনী।

সেরা নজির

লুঝনিকি-ফুটবল মাঠে নজির সৃষ্টি করলেন জাপান এবং সেনেগালের ফুটবল দর্শকরা। এই দু'দেশের খেলা শেষ হওয়ার পর দর্শকরা সবাইকে অবাক করে দিয়ে গ্যালারি পরিষ্কার করার কাজটা শুরু করলেন। গ্যালারিতে দর্শকদের ফেলে যাওয়া আবর্জনা কুড়িয়ে নিয়ে একজায়গায় জড় করেন তারা। স্থানীয় সংবাদপত্রের এক সাংবাদিকের মন্তব্য, 'জাপানের সংস্কৃতিই হচ্ছে খেলা শেষ হলে সে জায়গা পরিষ্কার করে দেওয়া।'

ফের সাইরাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি-এবারও বাংলার ঘরোয়া ক্রিকেটে কোচ থাকছেন সাইরাজ বাহুতুলে। সিএবি-র বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, সাইরাজকে আরেকবার সুযোগ দেওয়া হোক। বাংলার কোচ হিসেবে সফল হননি সাইরাজ, তাই শেষ সুযোগ হাতছাড়া করতে চাননা তিনি।

উদ্বোধনী ম্যাচে পাঁচ গোল

মস্কো-বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচে সৌদি আরবকে পাঁচ গোল দিল রাশিয়া। রাশিয়ার হয়ে জোড়া গোল করলেন ডিনিস চেরিশেভ। বাকিরা হলেন আর্তেম জিউবা ও আলেকজান্দা গোলোভিন। রাশিয়ার জয়ে চমক দিয়েছেন রাশিয়ান সমর্থকরা। বিশ্বকাপ ফুটবলের উদ্বোধন করেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। লুঝনিকি স্টেডিয়ামটি ছিল কানায় কানায় দর্শকে পরিপূর্ণ। রাশিয়া এখন আলোয় আলোকময়।

পুরস্কার বিরাটকে

ব্যাঙ্গালোর-গত দুটি মরশুমের জন্য দেশের বর্ষসেরা ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি। ব্যাঙ্গালোরে অনুষ্ঠিত বোর্ডের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে বিরাটের হাতে পলি উমরিগড় ট্রফি তুলে দেন ভারতীয় দলের প্রধান কোচ রবি শাস্ত্রী। অনুষ্ঠানে বাংলার কিংবদন্তী ক্রিকেটার পঙ্কজ রায়কে জীবনকৃতি সম্মান দেওয়া হয়। আইসিসি প্রাক্তন প্রধান জগমোহন ডালমিয়ার নামেও একাধিক পুরস্কার দেওয়া হয় এই অনুষ্ঠানে।

পর্তুগাল বনাম স্পেন (৩-৩)। হ্যাট্রিকের পরে রোনাল্ডো।

নরম ইরান

ইরান-রাশিয়ার ক্রেস্তোভস্কি স্টেডিয়ামে ইরানের প্রথম ম্যাচ দেখতে এসেছিলেন প্রচুর মহিলা সমর্থক। নিজেদের দেশে মেয়েদের ফুটবল মাঠে খেলা দেখা নিষিদ্ধ। ম্যাচে কয়েকজন ইরানি মহিলা সমর্থক মাঠে পোস্টার নিয়ে ঢোকেন। সেই পোস্টারে লেখা ছিল, 'ফুটবল ম্যাচ দেখতে আমাদের মাঠে ঢুকে দেওয়া হয় না কেন? আমাদের দোষটা কি?' এই খবর ইরানে পৌঁছে যায়। ইরানের প্রশাসনিক স্তরে সিদ্ধান্ত হয়েছে, বিশ্বকাপ ফুটবলের ম্যাচ জায়ান্ট স্ক্রিনে দেশের আজাদি স্টেডিয়ামে দেখানো হবে। সেখানে মহিলারা যেতে পারবেন।

মুক্ত কর, মুক্ত কর, অন্ধকারের এই দ্বার......

অল ফ্রেন্ডস ক্লাবের উদ্যোগে ফুটবল প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগির হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্য। নিজস্ব চিত্র

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং দ্য সেরাম অ্যানালাইসিস সেন্টারের সহযোগিতায় ইফতার পার্টিতে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। নিজস্ব চিত্র

সমরপল্লী কালচারাল অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার সোসাইটির উদ্যোগে থ্যালাসেমিয়া সচেতনতা শিবিরের শেষে উদ্যোক্তাদের হাতে সংগঠনের স্মারক তুলে দিচ্ছেন সংগঠনের সদস্য আশীস ভট্টাচার্য। মঞ্চে রয়েছেন সংগঠনের সম্পাদকসহ অন্যান্যরা। নিজস্ব চিত্র

ভিয়েনা স্পোর্টিং ক্লাবের উদ্যোগে স্বেচ্ছায় রক্তদান উৎসবের মঞ্চে ক্লাবের পক্ষ থেকে সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সম্পাদক সঞ্জীব আচার্যকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। নিজস্ব চিত্র

সন্তানের বিয়ে দিচ্ছেন ?

যার সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছেন সে থ্যালাসেমিয়া বাহক কিনা দেখেছেন কি ?

থ্যালাসেমিয়া কি ? থ্যালাসেমিয়া একটি জিন ঘটিত রোগ

থ্যালাসেমিয়া রোগের লক্ষণ ঃ ১। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যায়। ২। বয়স অনুযায়ী বাচ্চার বৃদ্ধি হয় না, কিন্তু প্লীহা (Spleen) বৃদ্ধি ঘটে, পরিণতি মৃত্যু।

থ্যালাসেমিয়া রোগের কারণ কি? ঃ যেকোন একজন থ্যালাসেমিয়া বাহক যদি অপর বাহককে বিয়ে করে তাহলেই পরের প্রজন্মে থ্যালাসেমিয়া অসুখ হবার সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাহক কোন অসুখ নয়, বাহকের সঙ্গে সাধারণের বিয়ে হলেও পরের প্রজন্মের থ্যালাসেমিয়া অসুখ নিয়ে পৃথিবীতে আসবার কোন সম্ভাবনা থাকবে না।

থ্যালাসেমিয়া রোগ প্রতিরোধের উপায় - আমাদের আবেদন

সুজনেষু,

আসুন, জন্মানোর এক বছর পর থেকে বিবাহের আগে পর্যন্ত থ্যালাসেমিয়া বাহক রক্ত পরীক্ষা করে / করিয়ে এবং দুজন বাহকের মধ্যে বিবাহ না দিয়ে আপনিও থ্যালাসেমিয়া মুক্ত সমাজ গড়ার শরিক হোন।

ডাঃ ভাস্করমণি চ্যাটার্জী, সভাপতি
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সহ সভাপতি
স্বামী সারদাত্মানন্দ মহারাজ ও ডাঃ শেখর ঘোষ
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

সঞ্জীব আচার্য্য, সম্পাদক
সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন

কার্যকারী কমিটির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ ঃ ডাঃ প্রভাত ভট্টাচার্য, তিনকড়ি দত্ত, জয়ন্ত সাহা, অজয় চৌবে ও মৃদুল ব্যানার্জি

সদস্যবৃন্দ ১) আশিষ সাহা ২) কেশব কান্তি বিশ্বাস ৩) অরূপ বোস ৪) রত্ন রায় ৫) রজত বোস ৬) ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জি ৭) দেবশঙ্কর নন্দী ৮) বুদ্ধদেব বক্সি ৯) তপন ব্যানার্জী ১০) অশোক পাল ১১) অনুপম দাস ১২) সৈকত মুখার্জী ১৩) সোনালী বিশ্বাস ১৪) সঞ্জয় সর্বজ্ঞ ১৫) সঞ্জয় সাহা ১৬) পার্থ দাস ১৭) সঞ্জয় সেনগুপ্ত ১৮) বিভাস সুর ১৯) অপূর্ব রায় ২০) শিপ্রী মুখার্জী ২১) সন্দীপ মিল ২২) অমল বোস ২৩) তপন কুমার ঘোষ ২৪) তাপস কুমার চক্রবর্তী ২৫) রিভা বিশ্বাস ২৬) গৌতম সুন্দর ২৭) শোভন চক্রবর্তী ২৮) মিনাক্ষী পাল ২৯) নমিতা পাল ৩০) রামকৃষ্ণ বসাক ৩১) মালঞ্চ সাহা ৩২) গীতা দাস ৩৩) বিশ্বনাথ রায়চৌধুরী ৩৪) ইরা দত্ত ৩৫) প্রিয়জিত ভৌমিক ৩৬) শান্তি ব্যানার্জী ৩৭) রীতেশ ঘোষ ৩৮) শীলা নন্দী ৩৯) অমিতাভ সিনহা ৪০) দেবাশিস ভট্টাচার্য ৪১) শুভাশিস সুর ৪২) পুলক কুমার সুর ৪৩) সমীরণ গুহ রায় ৪৪) রূপা ব্যানার্জী ৪৫) মঞ্জুশ্রী সাহা ৪৬) মিম্পি রাহা ৪৭) দেবাশীস দাস ৪৮) নমিতা রায় ৪৯) রাজা কর ৫০) ডাঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী। ৫১) আশিস ভট্টাচার্য ৫২) কমলকান্তি ঘোষ ৫৩) ববিতা দাস ৫৪) আলোকনন্দ শিকদার ৫৫) মধুমিতা পাত্র ৫৬) শুভময় কুণ্ডু ৫৭) সুদীপা কর্মকার ৫৮) গোপাল সাহা ৫৯) তাপস মুখার্জি ৬০) উমেশ গুপ্তা ৬১) মধু শেঠ ৬২) অনুপম রায় ৬৩) শরদিন্দু চ্যাটার্জি ৬৪) বুদ্ধদেব শর্মা ৬৫) মোনালিসা হালদার ৬৬) বিক্রম রায় ৬৭) টিম আহান ৬৮) সুকুমার পাল ৬৯) শিশির (টিঙ্কু) ভট্টাচার্য ৭০) সব্যসাচী বসু ৭১) এস. এস. চন্দ ৭২) তন্দ্রা মাইতি ৭৩) বিশ্বজিৎ ঘোষ ৭৪) সমরেন্দ্র পাল।

সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনসন ফেডারেশন থ্যালাসেমিয়া ক্যাম্প ও বাহক রক্ত পরীক্ষার জন্য যোগাযোগ করুন

১০, ভূপেন বোস এভিনিউ, কোলকাতা- ৭০০ ০০৪, যোগাযোগ ঃ (০৩৩) ২৫৩০,৬৫৭২,৯৮৩০৫ ৬০২৯৬, ৯৪৩৩০ ৯৮০২২

Owner- Sanjib Acharya, Printer-Sanjib Acharya, Publisher- Sanjib Acharya, Published from- 122/2, Panchanantala Road , P.O.Paschim Putiary, Kolkata- 700 041, District- South 24 Parganas, Printed from- Diamond Art Press, 37/A, Bentinck Street, Kolkata-700 069, Editor- Sanjib Acharya. Editorial and Corporate Office : 033 2543 6465/ 98305 60296/ 98315 77444,